রহস্য-রোমাঞ্চ-ভয় সংগ্রহ

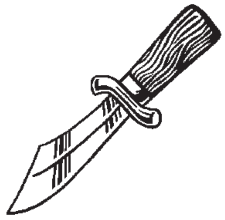

সম্পাদনা

অরুণাভ বিশ্বাস

লিইবার ফিয়েরা

সূ চি প ত্র

অংশুপ্রতিম দে	ভালবাসা সর্বনাশা	থ্রিলার কাহিনি	৩৪৮
অঙ্কিত ভট্টাচার্য	ভূতের সন্ধানে	ভৌতিক কাহিনি	২৩৭
অনিমেষ দত্ত	কৃপাশ্বমৃতের পুঁথি	থ্রিলার কাহিনি	১৭৮
অভীক পোদ্দার	দ্য কার্সড রিং	ভৌতিক কাহিনি	৩২৩
আত্রেয়ী দত্ত	বেদসাহের বংশগৌরব	রহস্য উপন্যাস	২৫
উৎস ভট্টাচার্য	মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর	ভৌতিক কাহিনি	১৩৮
	জন্মান্তরের বিভীষিকা	ভৌতিক কাহিনি	১৪১
কৌশিক মোহন রায়	শেষ অধ্যায়	ভৌতিক কাহিনি	১৪৫
	বাস্তব অবাস্তব	ভৌতিক কাহিনি	১৫২
তন্ময় মুখোপাধ্যায়	শেষ পরিণতি	ভৌতিক কাহিনি	৪৩৭
তপন কুমার ভট্টাচার্য	রণজয় ঘটক হারিয়ে গেলেন	কল্পবিজ্ঞান কাহিনি	৩২৮
তুষার সেনগুপ্ত	সোনার পরী	থ্রিলার উপন্যাস	২৪২
ত্রিপর্ণা দাস	এলিভেটর	ভৌতিক কাহিনি	৩১৬
দিলীপ কুমার ঘোষ	মিশন বিলিফ	কল্পবিজ্ঞান কাহিনি	৪৬১
দিশা সরকার	শাস্তি	থ্রিলার কাহিনি	১২০
দীপজিৎ সরকার	নিয়তি	ভৌতিক কাহিনি	৪৩৩
দীপান্বিতা দে রায়	রক্তের খোঁজে ঈশ্বর	রহস্য কাহিনি	১৯৯
পল্লব বসু	ইন্দ্রাণীর কণ্ঠহার	ভৌতিক কাহিনি	৩৩৪
	মৃত্যু আলিঙ্গন	ভৌতিক কাহিনি	৩৩৮
	অন্তরালে	ভৌতিক কাহিনি	৩৪২
পিয়াসা চৌধুরি	স্যান্ড ওয়াচ	ভৌতিক কাহিনি	১০৫
প্রতনু চক্রবর্তী	কাঞ্চনগড় রহস্য	রহস্য উপন্যাস	২০৬
	পিশাচিনীর প্রতিশোধ	রহস্য কাহিনি	২২০
	জ্ঞানের গরল	রহস্য কাহিনি	২২৫
প্রদীপ্তা রায় চৌধুরী সেন	এলাটিং বেলাটিং সই লো	ভৌতিক কাহিনি	২৮১
মহেশ্বর মাজি	সফ্ট টার্গেট	থ্রিলার কাহিনি	৯৬
	পরকীয়া	থ্রিলার কাহিনি	১০০
মুকুলিকা দাস	আদরিণী	ভৌতিক কাহিনি	১৩১
মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়	খাসির মাংস	থ্রিলার কাহিনি	৪৬৪
রাকা বসু	সলিলকি অফ এ সিরিয়াল কিলার	থ্রিলার কাহিনি	১৭
	আবার আসবো ফিরে	ভৌতিক কাহিনি	২২
রাজ কুণ্ডু	ইচ্ছাপত্র	থ্রিলার কাহিনি	৪৫৪
রানু পাহাড়ি মিশ্র	সূর্যশেখরের শেষ ইচ্ছে	ভৌতিক কাহিনি	৪৩০
রিয়া ভট্টাচার্য	মরুদেবতার অভিশাপ	ভৌতিক কাহিনি	২৭৭

রোহিত ভঞ্জ চৌধুরী	রক্ত -রত্ন	ভৌতিক কাহিনি	১১১
	রাতের মৃণাল	ভৌতিক কাহিনি	১১৭
শঙ্খসাথি পাল	দহন শেষে	রহস্য কাহিনি	৫৯
	অন্তরালে	রহস্য কাহিনি	৭২
	মুখোশ	রহস্য কাহিনি	৮৩
শতরূপা নাগ	গুড়িয়া	ভৌতিক কাহিনি	১৮৯
	গ্র্যান্ডফাদার ক্লক	রহস্য কাহিনি	১৯৫
শরণ্যা মুখোপাধ্যায়	ব্রহ্মশির	ভৌতিক কাহিনি	২৬৬
	মারণখেলা	থ্রিলার কাহিনি	২৭১
শর্মিষ্ঠা বোস	মধুরেণ সমাপয়েৎ	ভৌতিক কাহিনি	৪৪৯
	মরণের পরেও	ভৌতিক কাহিনি	৪৫০
শাশ্বত সরকার	রহস্যজনক নিখোঁজ	থ্রিলার কাহিনি	৬
শুচিস্মিতা চক্রবর্তী	ক্যানাইন	থ্রিলার কাহিনি	১২
শুভ নন্দন	ঘুমের ঘোরে	ভৌতিক কাহিনি	১৩৪
শুভম গুছাইত	মিশরীয় আংটি	থ্রিলার কাহিনি	১২৩
শুভ্রদেব বল	মুখোশের আড়ালে	ভৌতিক কাহিনি	৪৪৩
শৌভিক নন্দী	কমরেডের ডায়েরি	ভৌতিক কাহিনি	১৭৩
	গল্প তবু গল্প নয়	থ্রিলার কাহিনি	১৭৫
সংঘমিত্রা রায়চৌধুরী	সেই চোখে	রহস্য কাহিনি	৮৯
সপ্তক ভট্ট	লোকান্তর	কল্পবিজ্ঞান কাহিনি	১৫৮
সম্পূর্ণা সোম	আয়না	ভৌতিক উপন্যাস	২৯০
সায়নদীপা পলমল	বাতাসিয়ার পরিরা	থ্রিলার কাহিনি	১৬২
	হেইল স্যাটান	থ্রিলার কাহিনি	১৬৭
সায়ন্তনী পলমল ঘোষ	অ রেভোয়া	কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস	৩৮২
	উত্তম পুরুষ	থ্রিলার কাহিনি	৪০৫
	কুয়াশার আড়ালে	রহস্য কাহিনি	৪১৮
	রুবি রায়	ভৌতিক কাহিনি	৪২৩
সুতনু হালদার	গৃহদেবতা উদ্ধার	রহস্য কাহিনি	১৮৪
সুদীপ হাজরা	কালতন্ত্র	ভৌতিক কাহিনি	৪৪৫
সুদীপ্ত নিয়োগী	সরাইবাগানের ভূত	ভৌতিক কাহিনি	৩৮০
সুমন্ত বোস	পরিণতি	রহস্য কাহিনি	২৩১
সুরজিৎ চন্দ্র	অগ্নি বিভীষিকা	ভৌতিক কাহিনি	১৬০
	আয়না	ভৌতিক কাহিনি	১৬১
সোমজা দাস	সময়ের ওপারে	কল্পবিজ্ঞান কাহিনি	৩৭৩
	যুথীগন্ধা	ভৌতিক কাহিনি	৩৭৬
সৌরভ ঘোষ	অবকাশের সেই দিনটা	ভৌতিক কাহিনি	৩১৩
সৌরভ দাশশর্মা	২৪শে জুলাই	কল্পবিজ্ঞান কাহিনি	৩১০
স্বরূপ চক্রবর্তী	কাল যাত্রী	ভৌতিক কাহিনি	৩৬২
	ষষ্ঠ বুলেট	ভৌতিক কাহিনি	৩৬৮
লেখক পরিচিতি			৪৬৬

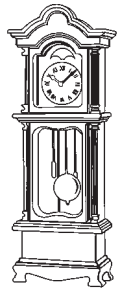

শাশ্বত সরকার

রহস্যজনক নিখোঁজ

ইন্দিরা সকালে চায়ের জলটা চাপিয়ে দিয়ে বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। হালকা নরম রোদ এসে পড়েছে বারান্দায় সাজানো অমলেন্দুর ফুলগাছেগুলোর উপর। বোগেনভেলিয়া গাছের লম্বা ঝাকড়া ফুলের ডালগুলো দোতলার বারান্দা থেকে ঝুলে দোল খাচ্ছে কী সুন্দর। ভোরে হেমন্তের ঠান্ডা বাতাস ইন্দিরার মনে দারুণ একটা ভাললাগার আবেশ এনে দিয়েছে। মনটা সত্যিই আজ খুব খুশি খুশি লাগছে।

হবে নাই বা কেন? গত তিনদিন ধরে যা অকাল বর্ষণ শুরু হয়েছিল। আবহাওয়া অফিস বলে এক আর আকাশ ভেল্কি দেখায় আরেক। বলেছিল আগামী কয়েকদিন বেশ ঝলমলে রোদ থাকবে। কিন্তু কোথায় কী? বলা নেই কওয়া নেই নিম্নচাপের আচমকা হামলা শুরু হয়ে গেল। কাপড়চোপড় শুকোয় না, বাইরের কাজে বেরোনো যায় না। মনটাও কেমন অবসাদগ্রস্ত হয়েছিল।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাই শরীরটাকে একটু জুড়িয়ে নিল ইন্দিরা। অনেক পাখি এসে ভিড় করেছে সামনের কৃষ্ণচূড়া গাছটায়। কিচির মিচির শব্দে মুখর হয়ে রয়েছে চারদিক।

কিন্তু অমলেন্দু গেল কোথায়? সকালে ঘুম থেকে ওঠা ইস্তক তার দেখা নেই যে! কোথায় বেরলো ওই সাত সকালে মানুষটা? একমাত্র ছেলে অর্ক বিদেশে যাওয়ার পর থেকে মর্নিংওয়াকেও তো আর বেরোয় না। অমন হাসিখুশি ফুর্তিবাজ মানুষটা দিনকে দিন কেমন যেন মুষড়ে পড়ছে। চুপচাপ বসে থাকে আপনমনে। কিছু জিজ্ঞেস করলে তবেই উত্তরটুকু দেয়। আগে তো মাঝে মধ্যে রং তুলি নিয়ে ছবি আঁকতে বসে যেত। এখন যেন কোনও কাজে আর উৎসাহ পায় না। মানসিক অবসাদে ধরল না তো? ইন্দিরার চিন্তা শুরু হল। বয়স যে হয়েছে সেটা তো মানতে হবে।

কেন হঠাৎ আজ না বলে বেরিয়ে গেল ভোর হতে না হতেই? ইন্দিরার অভিমান হল। এত কীসের তাড়া ছিল? একবার ডাকা যেত না? বাধা তো দেয় নি ইন্দিরা তার কোনও কাজে কোনও দিন। তার মর্জি মতোই তো জীবনটা সে কাটিয়েছে চিরকাল।

বাড়ির ড্রাইভার ধনিরাম উপরে উঠে এল। ওর হাতে বাজারের থলে। এখুনি বলবে হয়তো, "মাইজি কী সবজি আনবো আজ?"

"দাঁড়াও একটু ধনিরাম। ফ্রিজটা খুলে দেখি আগে, কী আছে না আছে। দু'জন তো লোক আমরা আর তোমরা যে ক'জন আছো। অর্কটাও নেই। কার জন্য ভালমন্দ রান্না হবে বলোতো? সব সবজি তো ঘরে পচছে। "

ধনিরাম দুমকার লোক, বেশি কথা বলে না, গম্ভীর স্বভাবের বরাবর। তবে মানুষটা ঠান্ডা এবং সৎ। প্রায় কুড়ি বছর এবাড়িতে ড্রাইভারি করছে সে। প্রভুভক্তও বটে। তবে ওর চোখটা কেমন পাথরের মতো। স্থির দৃষ্টি। কথা কম কাজ বেশি করে। ইন্দিরার কথায় মাথা নেড়ে সায় দেয়।

রান্নার লোক থাকলেও, পছন্দের রান্নাবান্না, চা নিজে করতেই ভালবাসে ইন্দিরা। চায়ের জলটা নামিয়ে ফ্রিজ থেকে দুধটা বার করল। বাজারের হিসেবপত্র কোনও কিছুই তো অমলেন্দুকে সামলাতে হয়নি এযাবতকাল। চিরটাকাল মাইনে পেয়েই ইন্দিরার হাতে গুঁজে দিয়ে হাঁপ ছেড়ে যেন বেঁচেছে। মানে ঘরগেরোস্থালি, সংসার তুমি সামলাও, আমি ডানা মেলে উড়ি। খুঁটিনাটি হিসাব, কাজের লোকের মাইনে, কোনও কিছুতেই কোনও কালে বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না অমলেন্দুর। এমনকী পেনশনের পিপিও পেপার, ব্যাঙ্কের চেকবই, পাশবইটা পর্যন্ত ইন্দিরার কাছেই গচ্ছিত রেখে পরমানন্দে, নিশ্চিন্তে জীবনের এতগুলো বছর তো দিব্যি কাটিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু কয়েকদিন আগে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। অমলেন্দু বাড়ির ছাদে নাকি একটা শকুন বসতে দেখেছিল। তারপর থেকেই মনটা খুঁত খুঁত করছিল অমলেন্দুর। ইন্দিরাকে বলছিল, "বাড়িতে শকুন বসা ভাল নয় জানো। ছোটবেলায় পিসিমা বলতেন, শকুন অশনি সংকেত বয়ে নিয়ে আসে। এরকমই শকুন বসেছিল সেদিন অমলেন্দুদের পায়রাডাঙ্গার বাড়ির ছাদে। পিসিমা সকালে ছাদে গিয়েছিল বড়ি শুকোতে দিতে। তখনই চোখে পড়ে বিশাল একটা শকুন চিলেকোঠার ছাদে বসে রয়েছে। ভয় পেয়ে গিয়ে দৌড়ে নেমে এসেছিল পিসিমা। সেদিন পিসেমশাই গিয়েছিলেন পশ্চিমের কোন এক জঙ্গলে পাখি শিকারে। পাখি শিকারের নেশা ছিল ওঁর। রাত পর্যন্ত ফিরলেন না দেখে অনেক খোঁজ খবর করা হল। কিন্তু